রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দিন

নভেম্বর ৩০ তারিখে প্রচারিত বিবৃতিতে আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে সরকার যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। অর্থাৎ শরণার্থীদের ঢালাওভাবে আশ্রয় না দিয়ে সময় সময় তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেবার সরকারের কৌশলকে আমরা সমর্থন করেছিলাম। এর কারণ আমাদের মনে ক্ষোভ ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই বিষয়টিতে মিয়ানমারের সরকারকে যথেষ্ট চাপ দিচ্ছে না।

তবে আমরা লক্ষ্য করেছি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশার চিত্র সারা বিশ্বের মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। সেইসাথে বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষ থেকেও মিয়ানমারের সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে এই সমস্যাটির দ্রুত সমাধানের জন্য। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের পক্ষ থেকেও যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়া হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা নিরসনের জন্য।

কিন্তু এরপরও যদি মিয়ানমারের সরকারের বোধদয় না হয়, তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে আমরা আসলে একটি উগ্রপন্থী সরকারের সাথে এই বিষয়ে দেনদরবার করছি।

কিন্তু তাই বলে আমরা রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। তারা যেহেতু বাংলাদেশেই আশ্রয় চাইছে, আমাদের উচিত সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করে তাদেরকে উদারভাবে বরণ করা। আমাদের যে সীমিত সম্পদ আছে, তা নিয়েই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানো।

আমরা যদি মানুষের জীবন বাঁচানোর এই সুযোগ পেয়েও নিস্পৃহ থাকি, তাহলে একদিন আসবে যখন আমরাও শামিল হব অসভ্যদের কাতারে। আমরা জানি, আমরা তা চাই না।

মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এটাই মধ্যপন্থা।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
ডিসেম্বর ৯, ২০১৬

ছবিসূত্রঃ মি. আনিসুর রহমান, দি ডেইলি স্টার।